দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

শিক্ষার মান উন্নয়নে যশোর শিক্ষা বোর্ডের পদক্ষেপ

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস॥ শিক্ষার মান ও পাসের হার বৃদ্ধিতে যশোর শিক্ষা বোর্ড বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শ্রেণী কক্ষে উপস্থিতি সন্তোষজনক না হলে নন কলেজিয়েট বা ডিস কলেজিয়েটসহ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে শিক্ষা বোর্ড। বিশেষ করে পাসের হার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এ জন্য শিক্ষা বোর্ড থেকে বিভিন্ন কলেজ শিক্ষকদের সঙ্গে বসা হচ্ছে। যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে জারি করা এ সংক্রান্ত একটি পত্র কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। ওই চিঠিতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২০০৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণের সময় ডিস কলেজিয়েট বা নন কলেজিয়েট সংক্রান্ত নিয়মাবলী কঠোর ভাবে অনুসরণ করতে হবে। নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের কোনভাবেই চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণের সুযোগ দেয়া হবে না। প্রতি সপ্তাহে টিউটরিয়াল পরীক্ষায় নিয়মিত উপস্থিত না থাকা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবককে পত্র মারফত অবহিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উপস্থিত হার বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীদের সতর্ক এবং ক্ষেত্র বিশেষ ডিস কলেজিয়েট বা নন কলেজিয়েট করা হবে-এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখের আগে কিংবা পরে কলেজ পরিবর্তনের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন বা সুপারিশ করা যাবে না। কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষা বোর্ডের গৃহীত সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করছেন কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আকস্মিক পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে কলেজের স্বীকৃতি, শিক্ষক-কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য, মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা, কলেজ পরিচালনা পরিষদের ধরন, কলেজ তহবিল সংক্রান্ত তথ্য, নৈমিত্তিক ছুটির রেজিস্টার এবং কলেজের ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কিত তথ্যাসহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হবে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের নবাগত কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর ড. পরিতোষ কুমার দাস জনকণ্ঠকে বলেন, বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত নতুন কিছু নয়। কিন্তু এর সুষ্ঠু প্রয়োগ না থাকায় কাগজে বিধিতে পরিণত হয়। বিভিন্ন অজুহাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ এসব বিধি কার্যকর করেনি। যার প্রেক্ষিতে এ যাবতকালে যশোর শিক্ষা বোর্ড প্রত্যাশানুযায়ী ফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে। গত বছর অপেক্ষা এবার পাসের হার বাড়লেও ১১টি কলেজের মারাত্মক ফলাফল বিপর্যয় হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি কলেজ থেকে কেউ পাস করেনি। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং টিউটরিয়াল না করা এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আরও বলেন, ফলাফল বিপর্যয় কাটিয়ে তোলার জন্য মূলত বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। এতে শিক্ষার গুণগত মান ও পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পাসের হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।